সূচিপত্র

প্রদীপ ভট্টাচার্য

প্রিয়বরেষু

কথার ভিতরে কথা

অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রয়ে গেলো
অবশ্য রক্তের কোনো পক্ষপাত নয়
নয় কোনো অন্যমনস্কতা
শুধু কথা কয়ে কথার ভিতরে কথা
বোঝানো গেলো না
শুধু ভিতরে-ভিতরে সেই দুয়ার খোলে না

শব্দে না মন্ত্রে না ॥

তোমার ভোরের জন্যে

তোমার দিনের শুরু প্রাকৃতিক ভোরে
মোরগ ডেকেছে কিংবা তখনও ডাকেনি
তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার দিনের শুরু
খুব ভোরে :
ফীডিং বট্‌লে স্টোভে থার্মোফ্লাস্কে
তুমি ধীর ব্যস্ত হলে
তোমাকে তখন খুব দূরের মানুষ ব'লে মনে হয়
বাইরের আবছা অন্ধকারে
আমি তোমার মুখের প্রতিমা খুঁজি।

তোমার সন্তানে আর সফল সংসারে
তোমাকে স্বয়ংপূর্ণ দেখে হিংসা হয়
এই যে দেয়াল তুমি গেঁথে তোলো
দিনে দিনে
যেখানে আমার কোনো প্রবেশাধিকার নেই
মাত্র আমি দূরের দর্শক।

অথচ আমার আমার ব'লে সারাবেলা বেলা যায়
শশব্যস্তে খুলে যায় দরজা জানালা—
তোমার অশেষ মুখে আকাশে হঠাৎ জ্বলে ধ্রুবতারা
আর আমি হেঁটে যাই কাছের দুপুরে

তোমার ভোরের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন॥

হাজার দুয়ারি

একটাই দুয়ার আছে বেরোবার
কিন্তু ভিতরে ঢোকার জন্যে
হাজার দুয়ার খুলে ধরো।
এবং একবার ঢুকে পড়লে
আর সব দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়
গোলকধাঁধার মধ্যে একবার ঢুকে গেলে
বেরোবার জন্যে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে
তোমার দুয়ার হাতড়ে মেলে।
কড়া নাড়লে
যা খোলে না, ঘুরিয়ে চিচিং ফাঁক চাবি
দরজা খোলে হঠাৎই হুট করে।

একটাই দুয়ার আছে বেরোবার
কিন্তু ভিতরে ঢোকার জন্যে
ভিতরে-ভিতরে তুমি হাজার দুয়ারি।

যে পারে সে আপনি পারে
যে জানে সে জানে
কে কার কুশল কারিগর
কিংবা তালা চিচিং ফাঁক চাবি
কে কার হাতের আমলকি

একটাই দুয়ার থাকে বেরোবার
কিন্তু ভিতরে ঢোকার জন্যে
হাজার দুয়ার॥

শব্দের ধ্বনিরা

তুমি বেশ গুছিয়ে বসেছো। তোমার ঘরবাড়ি আছে, গেরস্থালি আছে
সংসারে ঘুড়ির সুতো ধরে আছো পোশাক যেমন লজ্জা ঢাকে
দৈনিকে ও সাপ্তাহিকে, বইপত্রে লীন চতুর্দিক
অক্ষয় কাগজওয়ালা নিয়ে যায় প্রতি মাসে
যেন মেয়ে আপন সংসারে চলে গেলো।

কাগজে কী পড়ো অতো ছাই পাঁশ? ইংরেজি, বাংলা ভাষা শেখো?
নাকি গল্পের ডালপালাগুলি, কবিতার শব্দের ধ্বনিরা
তোমাকে ইশারা করে, দূরান্তরে ডেকে নিয়ে যায় মধ্যরাতে
কিংবা কোনো কোনো সংবাদের শিরোনাম, সুভাষিতাবলি
তোমাকে অসুস্থ করে, সুস্থ করে
এ রকম কোনো বার্তা বয়ে আনে কাছের, দূরের যার অঙ্গুলি হেলনে
তুমি ধরা পড়ো,— ইথারে যেমন স্বপ্ন ধরা পড়ে।

ধরা, কিন্তু কার কাছে ধরা? কে এমন প্রতিপক্ষ আছে
যে রকম অ্যান্টিবায়টিক জ্বরের কান মূলে
তাকে দ্রুত নিচে টেনে আনে বশংবদ থার্মোমিটারে
অথচ ভিতরে মুহুর্মুহু ঘামে প্রতিরোধ ব্যূহগুলি আলগা হলেও
তুমি উঠে বিছানায় সুস্থির বসেছো।

আর আমি উঠে ছুটে আসি পাড়াময়, গুটিয়ে বা গুছিয়ে বসি না॥

একটু পুড়ুক

যতো কেন বোঝাবার চেষ্টা করো তাকে
খুলতে চাও হাত দিয়ে দুচোখ
হাতপাখার মতো যার ব্যবহার ছিলো
সে বালক সূর্যাস্তে পোড়াতে চায়
নিজের কপাল
যেমন লণ্ঠনে পোড়ে শিশুর আঙুল

আহা, একটু পুড়ুক ! কেবল কথায়

কোনো দরজা খোলে না ॥

হাত

যতদিন যাচ্ছে ঠেকে শিখি
এ পৃথিবী পান্থশালা নয়
বিশেষত, দুঃখে দুঃসময়ে
কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না !

যতদিন যাচ্ছে ঠকে শিখি
মুখোশের মোহন আড়ালে
রুটি খায় তপস্বী বিড়াল

কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না ॥

হায়, তোমারও বয়স বাড়ে

হায়, তোমারও বয়স বাড়ে।
রোজ সাইরেনে সকাল নটা বেজে যায় :   হায়,
তোমারও বয়স বাড়ে।
আয়নার পারদ ক্রমশই উঠে উঠে যায়
তুমি তো আমার আয়না ছিলে!
হাতের চিরুনি তাই অপ্রস্তুত খুলে পড়ে
সিঁথির দুপাড়ে পড়ন্ত বেলা ঝিকমিক ক'রে জমে, হাসে
যে-ঘরে সংসার বহু মানে যত্নে ঘামে একদা সাজানো ছিলো
দ্যাখো, দেয়ালে প্লাস্টার
যেন বা তোমার প্রসাধন

হায়, নষ্ট হয়ে আসে॥

এই শুরু। এই ভাবে শুরু

গাছ চিনি, ফুল চিনি আমার স্বভাবে
কি ভাবে কখন কোন্ গাছ বাড়ে
ফোটে কোন্ ফুল
তাও কিছু কিছু চিনি তাদেরই স্বভাবে
যেন বালকের হাতে-খড়ি বর্ণ পরিচয়ে

এই শুরু। এই ভাবে শুরু ॥

অসুখ

বসন্তে অসুখ করে কোকিলেরও

কাকে বলে ভালোবাসা তা আমি জানি না।
কেবল তোমার জন্যে ডুকরে কেঁদে উঠি।
কেবল তোমার জন্যে হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি
নিঃশব্দে ওঠে আর নামে।
ঘরের ভিতরে বসে
আরও ভিতরের ঘরে দরজা খুলে যায় :
আমার ডালপালা
স্তনের বিস্ফারে যেন প্রথম পোয়াতী।
একজোড়া পাখি
টেলিগ্রাফের তারের ওপারে উড়ে চলে গেলে

রামানন্দ ছবিতে লেখেন ভা লো বা সা॥

সজনী ছোটো লাগে

নূতন বাড়ির আলো বাতাস
আকাশ
বড় লাগে

নূতন বাড়ির দিনরজনী
সজনী
ছোটো লাগে ॥

একজন্মে

একজন্মে একবারই সম্ভব শুধু
একজন্মে মাত্র একবার
বাকি সব আধময়লা ঢিলে পাজামার মতো
বিবর্ণ অভ্যাসমালা
চুম্বন চুম্বন নয়, আলিঙ্গন আলিঙ্গন নয় !

একবারই শিশির ঝরে একজন্মে মাত্র একবার

নিঃশর্ত

আমার বাড়িতে কোনো পর্দাটর্দা নেই
দরজা জানালাগুলি
সব সময় জন্মদিনের পোশাক পরানো
অর্থাৎ পোশাক মানে
ছদ্মবেশের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ

স্বয়ং আড়ালগুলি ভেঙে আমার দরজা জানালা
এক টানে অন্তর্বাসের তুল্য বাথরুমে
খুলে পড়ে
শ্বাসরোধী কোনো মঞ্চে তাই আর
কোনো কাজ নেই

আমার ফুসফুস জুড়ে রৌদ্র হাওয়া আদিগন্ত আকাশ
নিঃশর্ত প্রবেশাধিকার চায়
অর্থাৎ কলকাতার এক জানলা বিকল্প আকাশ আর নয় ॥

নিজস্ব সংবাদদাতা

কে আমার কতটুকু খবরের কাগজ তা কখনও লেখে না
বেরোয় না সচিত্র সংবাদ
অথচ ভি আই পি এলে তড়িঘড়ি শহরে তোরণ তৈরী হয়,
ট্রাকে চড়ে দেহাতী মানুষ আসে বরযাত্রীর মতো
সে তোমার কতটুকু খবরের কাগজ তা সমাদরে ছাপে
বেরোয় সচিত্র সংবাদ

যেহেতু আমার নিজস্ব কোনো সংবাদদাতা নেই ॥

অন্বিষ্ট

জন্মান্ধ যুবক,
ফিরে পাবি আজন্মের অন্বিষ্ট আলোক
শর্ত এই :   কবিতার চোখে তোকে চোখ
রাখতে হবে তাহলেই মুহূর্তে অশোক।

—যদি পাই তবে তাই হোক
হে আমার অনন্ত নায়ক ॥

যাবো

পঁয়ত্রিশ-বছর-দূর-সুদূর শৈশবে
শশ ব্যস্ত ফিরে যেতে হবে,
দূরান্তের চূড়াগুলি তাঁবুর সংলাপে
সেই বার্তা রটে গেলো স্তবে।

পরবাস পান্থশালা ত্যক্ত পড়ে রবে
ফিরে যাবো আপন আবাসে
স্বপ্নে জাগরণে যুদ্ধে ভ্রষ্ট আদি পাপে

আমি যাবো বিশুদ্ধ বাতাসে॥

কেউ নেই

সপ্তাহ খানেক কারো একটিও চিঠি
　　না পেয়ে ভেবেছি
আমি বন্ধুহীন একা
যেন ঘরে-বাইরে অবিচ্ছেদ হরতাল চলেছে।

একনাগাড়ে সপ্তাহ খানেক
অর্থাৎ সাত দিন সাত রাত্রি
একটিও কবিতা না লিখতে পেরে আমি
ভেবেছি আমার ত্রিসংসারে

যেন আর কেউ নেই। কখনও ছিলো না॥

বয়স বাঘের মত

ফুরোলে পঁয়ত্রিশ
বয়স বাঘের মত তেড়ে আসে
শুধু দূর্বাঘাসে আর
অসুখ সারে না।

মোড়ে মোড়ে ওড়ে শিস
ঠোঁটে ঠোঁটে হয়ে যায় নীলে
একটি মাত্র তিলে আর

সাম্রাজ্য কাড়ে না॥

সবুজ সহজ

একটু সাবান জলে যেমন কাচের চুড়ি খুলে আসে
যেমন কবির শান্তিনিকেতন জুড়ে সবুজ সহজ
বাহির আঙিনা নয়, তেমন স্বদেশ যার আছে

সেও কি তোমার প্রতিপক্ষ নয় ?

মায়াবী আঙটি

•
কতকাল পুকুরে নামি না।
অর্থাৎ সেই বালক বয়স আর নেই।

এখন বাথরুম আছে ঝরে পড়ে জল
ট্যাপে ও শাওয়ারে
সাবানের ফেনা আছে, শ্যাম্পু আছে
গন্ধ তেল আছে
কিন্তু সেই অতল জলের আহ্বান আর নেই
নেই চোখে জল-বেরনো ছাঁচি সরষের তেল
মায়ের চুলের গন্ধে আতুর গামছাও নেই

আমার মায়াবী আঙটি প্রাচীন পুকুরে ভেসে গেছে

এই দূর

দূরে যাওয়া, যাওয়া নয়
যেমন ঘুড়ির সুতো সুবাতাসে ছেড়ে দিতে হয়
না, শুধু ছুটিতে নয়
বরং যে কোনো কাজের দিনে, যে কোনো অকাজে
দুঃসময়ে দূরে যাওয়া ভালো।

এই দূর এতো কাছেরই রচনা॥

উর্বর উদ্ধার

তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য
সন্তোষকুমার ঘোষ

তুমি বলতে জলে সবই মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে যায়
এই চুম্বনের চিহ্ন, এই সম্পর্কের সূত্র,
তার মসলিন টানা-পোড়েন
এই পাপ, সবই

হয়তো যায় হয়তো বা যায় না
তোমার যা যায়, তাই আমাকে তিলোত্তমা করে বেঁধেছে
এই বন্ধন একটু-একটু করে একদিন হাড়ে গিয়ে ঠেকেছিল
কিন্তু ঠকিনি

নদীতে কতো জল জানি না
সেই অলৌকিক জলে তোমার পা ধুয়ে গেছে কি না
তাও জানি না
কিন্তু আমার যায়নি
বরঞ্চ তাই আমার অক্ষয় বট

আমার উর্বর উদ্ধার ॥

হারজিৎ

আমার ছেলের সঙ্গে বাজি লড়ে
আমি হেরে যাই,
আমার মেয়ের সঙ্গে আড়ি করে
আমি ভাব চাই।

আমি দৌড়ে হাস্যে অমৃত ভাষণে
আমার শৈশব ফিরে পাই,
আমার বাবা মা যেন পুনরাগমনে

আমি জিতে যাই॥

সবই আজ স্মৃতির বাহার

সে কখন মনে নেই লিখেছি কবিতা
তোমার পায়ের নখে দর্পণে তাবৎ
ভুবন লুটেছে আর নিষিদ্ধ সুফলে
ভেসে গেছে ভূত ভবিষ্যৎ

শুধু ছিল বর্তমান অর্কেস্ট্রা বিরাট
পার নেই, নেই পারাপার
সে কখন মনে নেই লিখতাম কবিতা

সবই আজ স্মৃতির বাহার ॥

এক পা নয় দুপা

এক পা নয় আমি দুপা বাড়িয়ে আছি

যাচ্ছি দিন কয়েকের ছুটিতে
তীর্থ ভ্রমণের মতো
তাই গোছগাছ আর ছোটাছুটির যেন অন্ত নেই
স্বপ্নের মত কেবলই ছোট আরও ছোট হয়ে উঠছে দিন
যেন আর এক স্বপ্নের ভিতরে
একটা দিনও কি ২৪ ঘণ্টার বদলে ৪৮ ঘণ্টা হতে নেই ?
অথচ দুঃস্বপ্ন কি দীর্ঘই না হয়
না, বিকেলের ছায়ার মতো না
বরং সহচর ছায়ার মতো
যদ্দূর যাই পায়ে পায়ে শেষ হয় না

হলে আর কার কি ক্ষতি ছিলো !

নিরস্ত্র বিজয়

তুমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ?   হে সৈনিক,
বর্মে তরোয়ালে ঢালে নয়
শাস্ত্রে শস্ত্রে নয়
আমি শুধু হাতে যুদ্ধে যাবো।

কেন বলেছিলে, শক্তিশেলে
বিশল্যকরণী খুঁজে দেবো।
রৌদ্রে জলে তাই—

আমি নিরস্ত্র যুদ্ধে যাবো॥

এখন

এখন শরীরে কোনো সুখ নেই
এখন অসুখে বসবাস
এখন হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই
ফলত, অপ্রেমে পরবাস।

এই অসুখে অপ্রেমে বারো মাস
অপ্রদীপ ঘুরে ঘুরে আসে
হায়, তোমার আমার সর্বনাশ

পৌষে, দীর্ঘশ্বাসে॥

যে হেঁটেছে

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো।

তার ওপর

খুচরো কাজে সময় খরচ হয়ে গেলে

চায়ের দোকান থেকে দু পা হেঁটে যে ট্র্যাম লাইন

তারও দূরত্ব সমান।

এবং একটা স্টপও ফিরে হাঁটতে যেয়ে

কখনও কখনও খুব দীর্ঘ লাগে

—দীর্ঘতা যেমন!

অবশ্য একবার পৌঁছে গেলে সে-দূরত্ব

ঝরে পড়ে, পালকে যেমন ঝরে জল

পলকে।

হাজার বছর ধরে যে হেঁটেছে

তার সন্ধ্যার আঁচলে পড়ে সাতটি গিঁট

চাবিগুলি

পায়ের মলের মতো

সন্ধ্যা ছেড়ে বেজে চলে

রাত্রির হৃদয়ে॥

বলো, কার থাকে

আমার নিজের বলে কিছু নেই
কখনও ছিল কি ?
যেমন নিজের বাড়ি, শৌখিন আসবাবপত্র
বইয়ের আলমারি
প্রিয়জন বন্ধু কিংবা নারী

আমার নিজের বলে কিছু নেই

বলো, কার থাকে ?

একটু জল একটু ছায়া

•

একটু তৃষ্ণার জল প্রয়োজন ছিল
একটু ছায়ার বড় প্রয়োজন ছিল
অথচ দুপুর, ছ্যাখো, কী রকম ধু-ধু
চলে যাচ্ছে
নূপুর বাজিয়ে
অশরীরী
জলের তরঙ্গ যেন বেজে যাচ্ছে
ছায়ার আলপনা যেন ধুয়ে যাচ্ছে
মুছে যাচ্ছে
জলে

একটু জল একটু ছায়ার বড় প্রয়োজন ছিল হে

হৃদয় নামক এক

প্রত্যেক হৃদয়ে একটি সিংহ আছে অরণ্য মাঝারে
হে শিকারী, তুমি তার সন্ধান জানো না
যদিও তাবৎ সংসার-অরণ্যে
তুমি বিচরণ করো
তথাচ জানো না সে মহারাজের দুর্গম আবাস
হৃদয় নামক এক অরণ্য মাঝারে ॥

প্রিয় সহচর

•

আমার তো কেউ নেই। পাখিদের নীড় আছে, নীলাকাশ আছে
এমন কি ঘুড়িরও লাটাই থাকে বালকের হাতে
কারও কারও স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর আছেন
কচিৎ কখনও কারও মৃগনাভি নারী
অর্থাৎ কোথাও কোনো শিকড়-বাকড় নেই, পদচিহ্ন নেই

আমারও বয়স নত প্রত্যহের ভারে
আমারও প্রত্যহে আছে বয়সের ভার
আর আছে মনখারাপ
একমাত্র পুত্রের পতন পিতাকে যেমন টানে অতল পাতালে

তোমার ছায়ার মতো যা আমার প্রিয় সহচর ॥

একটি শব্দের জন্যে

শুধু একটি শব্দ চাই

একটি শব্দের জন্যে প্রাণপাত করো।
একটি শব্দের জন্যে প্রণিপাত করো।
একটি শব্দের জন্যে কলম কামড়ে ধরো।
ফোটাও কমল
একটি শব্দের জন্যে হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনো।
নৈবেদ্যে সাজাও

শুধু একটি শব্দের জন্যে সাম্রাজ্যও দিতে পারা যায়
কিংবা আরও বেশি কিছু ॥

আজ যখন তুমি বাড়ি নেই

এক সময় খুব দূর থেকে হাওয়ায় আমি বুঝতে পারতুম
তুমি বাড়ি আছো
তোমার পায়ের প্রতিশব্দ কণ্ঠস্বর দরজায় টোকা
আমি নির্ভুল চিনতুম
তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা রাগ বিরাগ শরীর খারাপ
এ সবই আমার নখদর্পণে ছিলো।

আমার বাইরে ভেতরে এখনও তোমার নবীন অঘ্রাণে
নবান্নের ঘ্রাণ লেগে আছে।

সেই এক সময় হঠাৎই একদিন আমার জন্যে
সব সময় হয়ে গেলো
কিছুদিনের রেখাচিত্রে চিরদিন যেন মুহূর্তে বন্দী হয়ে রইলো

আজ যখন তুমি বাড়ি নেই ॥

এবারের শীত চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছে আর থেমে
পায়ে পায়ে পিছু হটে আরও শীতের ভিতরে যাচ্ছে হেঁটে :
হাত আবার পকেটে ঢোকে, মোজা চড়ে পায়ে।
উননেও আঁচ উনো। যেহেতু মাছ ও মাংসের চোখে সরষে ফুল,
শুধু সবজির বাজারে ভিড় বাড়ে।
দুধওয়ালা দেরি করে, চায়ের সময় বহে যায়
দেহাতের মিনিবাস ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে লোক
স্নানে, গানে কুম্ভ জমে ওঠে
এদিকে আজিমগঞ্জ-অনডালের ট্রেন বন্ধে যাত্রীর হয়রানি কিন্তু
বাসের পৌষমাস !

শরৎচন্দ্রের সভা জঙ্গিপুরে, শান্তিনিকেতনে মেলা,
উন্নয়ন ও কৃষিপ্রদর্শনীসহ সিউড়িতেও, মিনাবাজারের মতো,
ডানাকাটা পরীদের নৈশ বিচরণে দলিত ছোনাচ কবিসভা আর
যাত্রার আসর,
পদাঘাতে রাতের ঘাসফুল জেগে ওঠে, ফোটে, থেঁতো হয়—
নিপুণ নাচের মুদ্রা নিঃশব্দ গানে কাত করে
জয়দেব-কেন্দুলির আধুনিক আউল বাউল যা পারে না,
আশানন্দনের খাতা সুভাষিত। ঐ তো অদূরে
অজয়ে অজেয় শীত দিনান্তে এবারও স্পষ্ট ডুবে গেলো আরও এক
শীতের শিকড়ে

এবং সেই সব নারী গোল হয়ে বসে ব্যস্ত ঢাকেন তাঁদের রাতুল
গোড়ালি ॥

অসুখের কবিতা

তোমার এক হাতে অসুখ, আর এক হাতে বিশল্যকরণী
ফলে আমার নিরাময় কোনো অ্যান্টিবায়টিকে নয়
নেচার কিউঅরে, কবির মতো৷

আমি ছোটো মাপের মানুষ, সহজে ভয় খাই
আমার হাতে দূরবীন নয়, আছে ম্যাগনিফাইং গ্লাশ
তাতে বড়ো জোর বর্জাইস ফুটে ওঠে
দূরকে নিকট করে না৷
দিগন্তের আঁচল পিছলে খুলে পড়ে না৷ আঁচলেরও বেশি

তুমিই অসুখ, তুমি বিশল্যকরণী ॥

সে আসে

যখন সে আসে, আসে :
কোনো আবাহন নেই, গাড়িজুড়ি নেই
অদূর দুয়ারে কেউ প্রস্তুতও থাকে না
বাজে না রাত তিনটের এলার্ম—
কিংবা নোটিশ নেই এক মিনিটেরও।

সে যখন আসে, আসে
হঠাৎ রক্তাক্ত স্বয়ম্বর ঘটে গেলে
আত্মজা আড়ালে আয়োজনহীন

যখন সে আসে, না এসে পারে না॥

প্রবেশ প্রস্থান

যে ঘর গিয়েছে ভেঙে তার পতনের শব্দে
কোনো ক্ষমা নেই
শত্রু কিংবা মিত্র চেনে না
প্রতিবেশী মানুষের জন্য শুধু ধ্বংসস্তূপ পড়ে থাকে।

আর কোনো ঘর নেই। মানুষের ঘরবাড়ি
একবারই নারী হয়
যে গৃহে প্রবেশমাত্র

প্রস্থানের বাজনা বেজে ওঠে॥

দু দণ্ড নয়, আমৃত্যু

এই নাও তোমার দণ্ড, আমি তোমাকে দিলাম
গায়ের চামড়ার মতো তোমাকে বহন করে যেতে হবে।

আমার শাস্তি, এই ছ্যাখো, আমি নতজানু মাথা পেতে নিচ্ছি
রাজটীকা করে আমার কপালে পরে নিলাম
বহন নয়, ধারণ করবো স্বপ্নাদ্য কবচের মতো
শুধু দুদণ্ড নয়, আমৃত্যু

তোমার এই দণ্ড আমার প্রিয় পুরস্কার॥

দূরের, কাছের

এক বসন্তে একটি দূরের জানালা
খুলে দেখি অই কে হাঁটে ছায়ায় ছায়ায়
তাকে দেখি আর মনে হয় চেনা চেনা
অথচ দেখেও থামে না আমার শেখা
কাছের জানালা তবু খুলে রাখি

তবু ॥

কেউ কারো নয় তবু

কেউ কারো নয় তবু দায় থাকে, দায়িত্বও থাকে
মানুষের জন্যে তবু শেষ পর্যন্ত অমানুষী টান
থেকে যায়। আর কিছু নয়। শুধু এইটুকু জানি
আর সব দৈনিক রুটিনে ট্র্যাম রাস্তার মতো

মাঝ রাতেও ওভার টেকিং নেই, গন্তব্য রয়েছে॥

দোষ ছিল সবটা আমার

দোষ ছিল সবটা আমার : আমি তাকে
কথার ভিতরে ডেকে
বিছানা বালিশে
বলিনি ঘুমোও।

আমি চালচুলোহীন পকেট হাতড়ে
খুঁজিনি আধুলি
আজকাল ঘর ভাড়া সহজে মেলে না
ঘরে দূরে এমনই আকাল।

আকাশ দিনের বেলা রোদে জ্বলে ভালো
কিন্তু রাতে ফিরতে হয় ঘরে,
কে পারে পথের টানে চার দেয়ালের
হাতছানি এড়াতে ?

দোষ ছিল সবটা আমারই : আমি তাকে
গল্পের অন্দরে ডেকে
বলিনি : এই নাও চাবির গোছা

এই তো সময়।

নদীর ওপারে

আমার বাগানে তবু বিশ্বাসের তরু

অবিশ্বাসী হাওয়া রটে,
পাতার আঙুল
গ'লে ঝরে পড়ে জল,
পাতা নড়ে—
বিরুদ্ধ ডালপালা আর শিকড়ের সবুজ দ্বৈরথে
ভিতরে ভিতরে জ্বলে ঝলসে পুড়ে গেলে
বজ্রাহত

গাছ শুধু গাছই থাকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে
বীজের বিজন জুড়ে ঘুমিয়ে যে ছিলো
সেই ঘুম তাকে নিয়ে গেলো অবিশ্বাসে
নদীর ওপারে

বিশ্বাসের তরু তবু ঊর্ধ্বশির টিঁকে রয়॥

বাঁচা মরার কাহিনী

আমি বড়ই কষ্টে আছি,
কষ্টে-সৃষ্টে আছি
গাছের পাতা, শেকড়-বাকড়
কলের জল, হাওয়া—
তুমি কি ক্যাপস্টান খাবে
যা খায় গরীবে ?
আমি তেমনি কষ্টে আছি
অষ্টে-কষ্টে আছি।

এই বাঁচা কি দরকারি খুব ?
বরং পানকৌড়ির ডুব ছিলো
অনেক ভালো
কিন্তু ডুবে-ডুবে জলের প্রসাদ
ভিক্ষা হেন—
আমি বড় কষ্টে আছি,
কষ্টে-ক্লষ্টে আছি।

এই মরা কি খুব জরুরী
এই বাঁচা কি হাই-এর তুড়ির শামিল
নাকি ধাপ্পা, জলজ জোচ্চুরি ?

আমি বড়ই কষ্টে আছি
নষ্টে-কষ্টে আছি ॥

সূর্যের প্রতিবেশী

আমি সচেতন কোনোদিন একটি লাইনও লিখিনি
আমি সচেতন একটি লাইনও লিখতে পারি না।
যেমন তোমার জন্যে কোনোদিন সচেতন প্রার্থনা করিনি
তুচোখের আঙিনার সমস্ত আকাশে
সূর্যোদয় দেখবো বলে
তোমার যোগ্য গান কোনোদিন সচেতন লিখতে পারিনি
সে রকম বাহ্য কোনো পোশাক ছিলো না।

প্রত্যেক সূর্যাস্তে মনে হয় একদিন সূর্যোদয় হয়েছিল
যেমন বিসর্জনে মনে পড়ে পূজা।
প্রাকৃতিক নিয়ম দাক্ষিণ্যে নয়
তুচোখের আঙিনার মস্ত আকাশে
সমস্ত তুপুরময় মানবিক
আমিও সূর্যের প্রতিবেশী, কিন্তু সচেতন
কোনোদিন খেয়াল করিনি।

অথচ প্রত্যেকদিন আমার আকাশে
তোমার অনন্ত সূর্যোদয়॥

পুত্রেষ্টি

দুই পাহাড়ের শীর্ষে দু পা ফাঁক ক'রে
যাদুদণ্ড হাতে
দারুণ দাঁড়িয়ে
এখনও অনেক যুদ্ধ জেতা বাকি আছে।

তোমাকে দেবে না কেউ সূচ্যগ্র মেদিনী
বিনা রণে :
রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া তাই আর অন্য কিছু নেই
পুত্রার্থে যা প্রয়োজন
পৃথিবী কি কোনোদিন বাসযোগ্য ছিলো ?

হয়তো বা ছিলো
হয়তো ছিলো না
হয়তো বা হবে—
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ
অনেক অনেক মাইল স্টোন সটান পেরিয়ে
তবু

এখনও অনেক দুর্গ জেতা বাকি আছে॥

উন্মোচন

আর কেন মিথ্যা, প্রভু ?
        মিথ্যার মিছিলে
লাঠিচার্জ টিয়ারগ্যাসে ছিন্নভিন্ন করো
আর কেন মুখোশ, প্রভু ?
        মুখের অমিলে
করো ছিন্নভিন্ন।

        ধুয়ে দাও তীর্থসলিলে ॥

শ্রুতি

ঘণ্টা বেজে গেলে কেউ শোনে, কেউ শুনতে পায় না
শোনা কিংবা না-শোনায় ঘর থেকে উঠান মাত্র হেঁটে যেতে হয়
আমি বসে আছি কাজে, কাছে নয়, দূরের মানুষ
ঘণ্টা তারও কানে বাজে, উৎকর্ণ সময়

দেয়ালেরও শ্রুতি আছে, তাকে বলে দিতে হয় না :
এ জন্মের শেষ বাসও ঐ ছেড়ে গেলো ॥

এর চেয়ে বেশি

অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রয়ে গেলো
যার কাছে ঋণী আমি সবচেয়ে বেশি
তারই সঙ্গে দূরত্ব ঘুচলো না—
যেন পদতলে ভূমি আমি তার মর্যাদা বুঝিনি
যে ধূলিতে আমার পরম বসবাস
আমি সেই ধূলিমুঠি সর্বাঙ্গে মাখিনি।

অবশ্য তোমার প্রস্তুতির অভাব ছিলো না
ছিল না অমনোযোগ
অসময় সময় ছিলো না
আমি শুধু ফলাফলে তাচ্ছিল্য করেছি

আমার এর চেয়ে বেশি জানাও ছিলো না॥

শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়

বয়স বিচ্ছিন্ন করে যদিও ভিতরে
থাকে টান, যে রকম নদী
অন্তঃশীলা
যে রকম দিনেও নক্ষত্রলীলা
সংলগ্ন আড়ালে।

এ সব উপমা টেনে আনে
স্বতন্ত্র সংরাগ
বেড়ে যায় জীবনের মানে
টীকা ও টিপ্পনী

ভাষ্যের আড়ালে ॥

অন্তত আমি জানি না

এমন কোনো নারী নেই অন্তত আমি জানি না
যার দুচোখে তোমার মুখ স্পষ্ট দেখতে না পারো।
এমন কোনো অপরাধ নেই অন্তত আমি জানি না
যার কোনো ক্ষমা নেই
এমন কোনো দুঃখ নেই অন্তত আমি জানি না
যা শুধুই নিশ্ছিদ্র রাত্রিময়
এমন কোনো শত্রু নেই ভূ-ভারতে অন্তত আমি জানি না
যাকে বন্ধুভ্রমে হঠাৎ-চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকতে ভীষণ ইচ্ছা না করে
এমন কোনো পথ নেই অন্তত আমি জানি না
যার আদি নেই এবং অন্ত নেই
একই দিনে তোমার সঙ্গে কেবলই বারে বারে দেখা হয়ে গেলে
তুমি হেসে বলো
'পৃথিবী গোল কিনা'।
এমন কোনো আয়না নেই অন্তত আমি জানি না
যাতে তুমি ইচ্ছা মাত্র যেমন-খুশি মুখ দেখতে না পারো।

বস্তুত এমন কোনোই নারী নেই অন্তত আমি জানি না
যাকে 'ভালোবাসি ভালোবাসি' বলে
দিনেদুপুরে কিংবা রাত-দুপুরে
আকণ্ঠ চিৎকারের ইচ্ছা না জন্মে॥

বিদেশ

পরম পুরুষ যার সান্নিধ্যে এসেছে, সে নারী
শিল্পের সাহসে
নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ভেঙেছে দুপাড়
বিনা রক্তপাতে।

সে নারী তোমারও নয়, সে নারী আমারও নয়
হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য, তুমি কার?
তুমি শুধু তারের ওপর চড়ে হেঁটে যাওয়া
দূর থেকে আরও দূরে, বিদেশে বিভুঁই-এ

যে বিদেশ নারীর শরীর॥

চাবি

আমি তোমার শাড়ির শব্দ
তোমার মৃগনাভি,
তোমার স্তনের একলা জড়ুল
তোমার চোখের জল।

তুমি আমার হাঁচির সূর্য
আমার নাড়ির শব্দ
তুমি আমার নিষিদ্ধ ফল

আমার ঘরের চাবি॥

পুনরুত্থান

•

একটি অলেখা কবিতার মধ্যে একটি বিশাল বছর
এক লাফে মাছের মতো হয়ে উঠতে চাইছে
এসো, আমরা পড়ি
না, পড়ি নয়, এসো, আমরা একসঙ্গে পাঠ করি
এই অজাতকের গোত্রহীন ভবিষ্যৎ।

একটি বিশ্রুত বছর একটি নামহীন দিনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে
একটি জীবনের মুখোশ, ঐ ছাখো, আচমকা একটানে খুলে পড়েছে
এই অশেষ কবিতায়

এসো, এক পুনরুত্থানের পুণ্যে আমরা আজ উৎসব করি :
একটি জন্মোৎসব ॥

আড়াল

এই আত্মগোপনতা স্বয়ং আড়ালে
প্রত্যেকের একটা করে ঘর আছে
একটা করে মায়াবী তোরঙ্গ আছে
যা কিছু গোপন সবই সহজ সুন্দর !

অথচ তা অজ্ঞাতপ্রবাসও নয়
বরং টেলিফোনের এপারে ওপারে
ডাক-বাক্সে নির্জন চিঠির মতো
আত্মীয়তা গড়ে ওঠে ক্রমশ ভিতরে

উন্মোচনে, যেন ঘর অন্ধকার করে শোয়া

পুনশ্চ

তেমন ভালো এখন আর কিছুই না
অসুখের পর প্রথম দিনের পথ্যো তেতো খেতে যে রকম ভালো
একদা যেমন ভালো ছিল
তোমার মূল চিঠির চাইতেও পুনশ্চের সেই সব অমূল ডালপালা

প্রথম বয়স দুহাত উপুড় করে বলে, নাও, আমাকে লুণ্ঠন করো
আজ আমি শুধু অনভিপ্রেত সাক্ষী হয়ে পড়ে আছি
সে যা দেয়, বেলা ঘুরে যেতে না যেতেই কেড়ে নেয়
তার হাজার গুণ বেশি

ফলত, সে চিঠি নেই, সে পুনশ্চও আর নেই ॥

মানুষে মানুষে চেনা

মানুষ অজানা থাকে ঘরে পরে দুস্তর প্রবাসে
মানুষ অচেনা থাকে গাছতলার বিকল্প বাতাসে
সুষম বিন্যাসে তবু স্নিগ্ধ হওয়া জ্যোৎস্নার আবেগে
আনন্দ, অই তো, ছ্যাখো, তার ত্রিনয়নে আছে জেগে

ঘরে পরে গাছতলার ভূয়োদর্শনে
মানুষে মানুষে চেনা বয়স্ক বুননে ॥